৭/৮/২০০৩

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম...৩......

দৈনিক জনকণ্ঠ

চট্টগ্রামের সরকারী কলেজগুলোতে আজ থেকে ভর্তিযুদ্ধ ॥ ৪ হাজার আসনে প্রার্থী ২০ হাজার

কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ আসন সংখ্যা প্রায় চার হাজার। কিন্তু ভর্তিচ্ছু রয়েছে পাঁচগুণ বেশি। এমন এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই আজ বৃহস্পতিবার থেকে চট্টগ্রামের সরকারী কলেজসমূহে শুরু হচ্ছে ভর্তিযুদ্ধ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এবার এসএসসি উত্তীর্ণ প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ভর্তিযুদ্ধকে ঘিরে ইতোমধ্যেই অভিভাবক মহলে সৃষ্টি হয়েছে চরম উৎকণ্ঠা।

চট্টগ্রাম শহরে যে ৬/৭টি সরকারী কলেজ রয়েছে এগুলোর আসন সংখ্যা সর্বোচ্চ চার হাজার। এর মধ্যে মূলত প্রধান যে চারটি কলেজে ভর্তিযুদ্ধ হবে সেগুলোতে আসন আছে ৩ হাজারের কিছু বেশি। অথচ এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পাস করেছে ২৯ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। তন্মধ্যে ২৫ হাজারের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতায় নামবে। ইতোমধ্যে শুধু প্রধান চারটি কলেজেই ১৮ হাজারের মতো ফরম বিক্রি হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে তা ২০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। প্রতিটি কলেজে এখন ছাত্রছাত্রীদের উপচেপড়া ভিড়।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে সরকারী কলেজসমূহের আনুষ্ঠানিক ভর্তিযুদ্ধ। আজ প্রথমদিন পরীক্ষা হবে চট্টগ্রাম কলেজে। এ কলেজে আসন সংখ্যা ৭শ'। দু'বিভাগে ফরম বিক্রি হয়েছে দু'হাজারের বেশি। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত জিপিএ চাওয়া হয়েছে ৩ থেকে ৪.২৫। আগামীকাল ভর্তি পরীক্ষা হবে মহসিন কলেজে। এ কলেজে তিন বিভাগে ১১শ' আসনে ভর্তির জন্য লড়বে ৪ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। মহসিন কলেজে ভর্তির মান ধরা হয়েছে জিপিএ ২ থেকে ৩.৫। এবার সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী থাকছে সরকারী সিটি কলেজে। সেখানে আসন আছে সাড়ে ১১শ'র মতো কিন্তু গতকাল বুধবার পর্যন্ত ফরম বিক্রি হয়েছে ৬ হাজারের বেশি। শেষ পর্যন্ত এই বিক্রি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ সাধন চন্দ্র পাল। সিটি কলেজের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ১২ আগস্ট। প্রথমদিন হবে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা। ১৬ আগস্ট হবে মানবিক বিভাগের। সিটি কলেজে ভর্তির যোগ্যতা মানবিকে জিপিএ ১.৮৮, বিজ্ঞানে ৩.২৫ ও বাণিজ্যে ২.৮৮। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায় সিটি কলেজে। কমার্স কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ১৩ আগস্ট। এই কলেজে ২শ' আসনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ২ হাজারের বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে। এগুলোর বাইরে ভর্তির সুযোগ রয়েছে নাসিরাবাদ মহিলা কলেজ, ইস্পাহানী স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজে। যদিও এসব কলেজে আসন সংখ্যা সীমিত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি কলেজে আসনপ্রতি পরীক্ষার্থী চার-পাঁচগুণ বেশি থাকলেও নির্ধারিত আসনগুলোর মধ্যে বেশকিছু চলে যাবে কোটা প্রথায়। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য এসব আসন রাখা হয়। সে কারণে সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছে। সরকারী একটি কলেজের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনকণ্ঠকে বলেছেন, কোটা প্রথা একটি ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। সেটা যতদিন অবসান না হবে, ততদিন ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হতেই থাকবে।

অন্যদিকে ভর্তিকে কেন্দ্র করে কোন কোন কলেজে ছাত্রসংগঠনের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে চট্টগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম এক কঠিন লড়াইয়ে পরিণত হয়ে পড়েছে, যে যুদ্ধে জয়ী হওয়াটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামে সরকারী কলেজের বাইরে বেসরকারী কলেজ আছে ২২টি। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কলেজের সংখ্যা ৬৪টি। যারা সরকারী কলেজে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারে না, তারা বাধ্য হয়ে এসব কলেজেই ভর্তি হয়।